

5538 - মাহরাম পুরুষ কারা; যাদরে সামনে নারীর পর্দা করতে হয় না

প্রশ্ন

যে সব পুরুষের সামনে নারীর পর্দা না-করা জায়গে তারা কারা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর পর্দা না করা জায়গে।

নারীর জন্য মাহরাম হচ্ছে এসব পুরুষ যাদের সাথে উক্ত নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক চরিতরে হারাম; সটো ঘনষ্ট আত্মীয়তার কারণে। যমেন পতি, যত উপরে স্তরে হোক না কেন। সন্তান, যত নীচরে স্তররে হোক না কেন। চাচাগণ। মামাগণ। ভাই। ভাই এর ছলে। বোনরে ছলে।

কথিবা দুধ পানরে কারণে। যমেন- নারীর দুধ ভাই। দুধ-মা এর স্বামী।

কথিবা বৈবাহিক সম্পর্করে কারণে। যমেন- মা এর স্বামী। স্বামীর পতি, যত উপরে স্তররে হোক না কেন। স্বামীর সন্তান, যত নীচরে স্তররে হোক না কেন।

নীচে বসিতারতিভাবে মোহরমেরে পরচিয় তুলে ধরা হল:

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে যারা মাহরাম তাদের কথা সূরা নূর এ আল্লাহর এ বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে: “তারা যনে তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নমিনোক্তদের সামনে ছাড়াস্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নজিরে ছলে, স্বামীর ছলে, ভাই, ভাইয়ের ছলে, বোনরে ছলে...।[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] তাফসরিকারকগণ বলেন: নারীর রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষগণ হচ্ছেনে- এ আয়াতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে কথিবা এ আয়াতে যাদের ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে; তারা হচ্ছে-

এক: পতিগণ। অর্থাৎ নারীর পতিগণ, যত উপরে স্তররে হোক না কেন। সটো বাপরে দকি থেকে হোক কথিবা মায়ের দকি থেকে হোক। অর্থাৎ পতিদের পতিরা হোক, কথিবা মাতাদের পতিরা হোক। তবে, স্বামীদের পতিগণ বৈবাহিক সম্পর্করে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দকি থেকে মাহরাম হব, এ ব্যাপারে একটু পরে আলোচনা করা হবে।

দুই: ছলোরো। অর্থাৎ নারীর ছলোরো। এদরে মধ্য সন্তানরে সন্তানরো অন্তর্ভুক্ত হব, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে, সটো ছলোরো দকি থেকে হোক, কথিবা ময়েরে দকি থেকে হোক। অর্থাৎ ছলোরো ছলোরো হোক কথিবা ময়েরে ছলোরো হোক। পক্ষান্তরে, স্বামীর ছলোরো: আয়াতে তাদরেকে ‘স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছলো’ বলা হয়ছে; তারা ববৌহকি সম্পর্করে কারণে মাহরাম হব; রক্ত সম্পর্করে কারণে নয়। একটু পরেই আমরা সটো বর্ণনা করব।

তনি: নারীর ভাই। সহোদর ভাই হোক; কথিবা বমৌতরয়ে ভাই হোক; কথিবা বপৈতিরীয় ভাই হোক।

চার: ভ্রাতৃপুত্রগণ; যত নীচরে স্তররে হোক না কনে, ছলোরো দকি থেকে কথিবা ময়েরে দকি থেকে। যমেন- বোনরে ময়েদেরে ছলোরো।

পাঁচ: চাচা ও মামা। এ দুই শ্রদৌ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হিসেবে মাহরাম। কনিত্ত, উল্লখেতি আয়াতে তাদরেকে উল্লখে করা হয়নি। কেনো তারা পতিমাতার মর্যাদায়। মানুষরে কাছও তারা পতিমাতার পর্যায়ভুক্ত। চাচাকে কখনও কখনও পতিও বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তমেরা কী উপস্থিতি ছিলে, যখন ইয়াকুবরে মৃত্যু নকিটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদরে বললঃ আমার পর তমেরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা তমোর পতি-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকরে উপাস্যরে ইবাদত করব। তনি একক উপাস্য।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৩৩] ইসমাইল (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানদরে চাচা ছিলেন। [তাফসরি আল-রাযি (২৩/২০৬), তাফসরি আল-কুরতুবী (১২/২৩২, ২৩৩), তাফসরি আল-আলুসি (১৮/১৪৩), ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসদি আল-কুরআন (৬/৩৫২)]

দুধ পানরে কারণে যারা মাহরাম:

নারীর মাহরাম কখনও দুধ পানরে কারণে সাব্যস্ত হতে পারে। তাফসরি আলুসিতে এসছে, যে মোহরমেরে সামনে নারীর সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ সে মাহরাম রক্ত সম্পর্করে কারণে যমেন সাব্যস্ত হয় আবার দুধ পানরে কারণেও সাব্যস্ত হয়। তাই, নারীর জন্মযে তার দুধ পতি ও দুধ সন্তান এর সামনে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ।[তাফসরি আলুসি (১৮/১৪৩)] কেনো দুধ পান এর কারণে যারা মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে ন্যায়; এদরে সাথে ববৌহকি সম্পর্ক চরিতরে নষিদিধ। পূর্বকোক্ত এই আয়াতটরি তাফসরি করাকালে ইমাম জাস্‌সাস এ দকি ইশারা করে বলনে: “আল্লাহ তাআলা যখন পতিব্রগরে সাথে সসেব মাহরামদরেও উল্লখে করলনে যাদরে সাথে ববৌহ বন্ধন চরিতরে হারাম এতে করে এ প্রমাণ পাওয়া গেলে যে, মাহরাম হওয়ার ক্ষেত্রে যে তাদরে পর্যায়ে তার হুকুম তাদরে হুকুমরে মতই। যমেন- শাশুড়ি ও দুধ পান সম্পর্কীয়

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মাহরামবর্গ প্রমুখ। [আহকামুল কুরআন (৩/৩১৭)]

রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়: হাদিসে এসেছে, রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়। এ হাদিসের অর্থ হল, বংশীয় সম্পর্ককে কারণে যমেন কিছু লোক নারীর মাহরাম হয়; তমেনি দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণেও কিছু লোক নারীর মাহরাম হয়। সহিহ বুখারীতে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পর্দার বধিান নাযলি হওয়ার পর আবু কুয়াইস এর ভাই আফলাহ একবার আয়শো (রাঃ) এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল; তিনি হিচ্ছনে- আয়শো (রাঃ) এর দুধ চাচা। কন্টি, আয়শো (রাঃ) অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলনে তখন আয়শো (রাঃ) বিষয়টি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দেয়ার নর্দিশে দনে। [সহিহ বুখারী শরহে কুসতুল্লানসিহ ৯/১৫০; ইমাম মুসলমিও এ হাদিসটি বর্ণনা করছেন। সহিহ মুসলমিরে ভাষায় “উরুয়া (রাঃ) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে জানিয়েছেন যে, একবার তার দুধ চাচা ‘আফলাহ’ তার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কন্টি, তিনি তাকে বারণ করলেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন: তার থেকে পর্দা করত হবো না। কারণ রক্ত সম্পর্ককে কারণে যে সব আত্মীয় মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্ককে কারণেও সসেব আত্মীয় মাহরাম হয়। [সহিহ মুসলমি বশিারহনি নাবাবি ১০/২২]

নারীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত:

ফকাহবদিগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন যে, দুগ্ধপানের কারণে যারা কোন নারীর মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামদের ন্যায়। তাই দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ; ঠকি যভোবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ। সে সব মোহরমেরে জন্য উক্ত মহলিার ঐ সব অঙ্গ দেখো জায়যে আছে রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে জন্য যা কিছু দেখো জায়যে আছে।

ববোহকি সম্পর্ককে কারণে যারা মাহরাম হয়:

ববোহকি সম্পর্ককে কারণে সসেব পুরুষ মাহরাম হয় যাদের সাথে ববাহ চরিতরে নষিদিধ। যমেন, বাপরে স্ত্রী, ছলেরে বউ, স্ত্রীর মা। [শারহুল মুন্তাহা ৩/৭]

অতএব, ববোহকি সম্পর্ককে কারণে যারা মাহরাম হবো: পতির স্ত্রীর ক্ষত্রে সে হবো এ নারীর অন্য ঘররে সন্তান।

সন্তানরে স্ত্রী যহেতে তিনি পতি। স্ত্রীর মা, যহেতে তিনি স্বামী। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-নূর এ বলনে: “আর তারা যনে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাদরে স্বামী, পতি, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র... ছাড়া কারো কাছে তাদরে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে”[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] শ্বশুর, স্বামীর পুত্র ববৌহকি সম্পর্করে মাধ্যমে মাহরাম। আল্লাহ তাআলা এ শ্রণীক নারীর নজিরে পতি ও পুত্ররে সাথে উল্লখে করছে এবং সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার ক্ষত্রে সমান বধিন দয়িছেনে।[আল-মুগনী (৬/৫৫৫)]